

তারিখ: 7 MAY 2003
১১

১৩৭০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা হচ্ছে

পাসের হার 'শূন্য' • ছাত্রের চেয়ে শিক্ষক বেশী • ২ হাজার প্রতিষ্ঠানকে শো-কজ

সালাউদ্দিন বাবু • সারাদেশে ১ হাজার ৩৭০টি ভূমি ও মানসিক বেসরকারী স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও (সরকারী বেতন সহায়তা) বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে। এছাড়া এ জাতীয় আরো ২ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও এবং সরকারী অনুমোদন কেন বাতিল করা হবে না সেজন্য তাদের 'কারণ দর্শন' নোটিশ দেয়া হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, যে ১ হাজার ৩৭০টি বেসরকারী হাই স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার এমপিও বাতিলের নির্দেশ দেয়া হয়েছে- বিগত

২০০২ সালের এসএসসি, এইচএসসি, দাখিল, আলীম ও ডিগ্রী পরীক্ষায় তাদের পাসের হার 'শূন্য'। অর্থাৎ এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পড়া বন্ধের একটি ছাত্র-ছাত্রীও পাস করেনি। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে বিগত বছরগুলোয় গড়ে মাত্র ৫ থেকে সর্বোচ্চ ২৫ জন করে ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ পাবলিক পরীক্ষাসমূহে অংশ নিয়েছে। কিন্তু তারপরও কেউ পাস করেনি। দেখা গেছে, এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের ছাত্র-ছাত্রী হিসেবে নেমানো হয়েছে তারা কেউই প্রকৃত ছাত্র-ছাত্রী নয়। সারাবছর ওখানে কোন প্রাস বা লেখাপড়া হয় না।

যাতা-কামে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিব থাকলেও বাস্তবে কোন কার্যক্রম নেই। অর্থাৎ শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ছাত্র-ছাত্রীর চেয়েও বেশী। কেবল প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রেখে সরকার থেকে বেতন নেয়ার উদ্দেশ্যে আশপাশের স্কুল-কলেজ থেকে ফেল করা ছাত্রছাত্রী ধরে এনে পরীক্ষার পূর্বে ফরম পূরণ করানো হয় এবং নকলের সুবিধা দিয়ে পাস করার প্রক্রিয়া দেয়া হয়। কিন্তু বর্তমান সরকার কমান্ডার আশার পর নকলের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে নকল সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করার এই ভূমি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর

জারিজুরী ফাঁস হয়ে গেছে। পরীক্ষায় কেবল একশ' ভাগ ফেলই নয়, এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালাবার মতো মূলতঃমৎসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীও এখন পাওয়া যায় না। অর্থাৎ এই স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসাগুলো বন্ধের সরকারী তহবিল থেকে শত শত কোটি টাকার বেতন সহায়তা ও অনুদান নিচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় তদন্ত করে দেখেছে, এসব নামধারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটিতে গড়ে ১০/১৫ জন করে ছাত্র-ছাত্রী থাকলেও শিক্ষক রয়েছে ২৫/৩০ জন। সরকার থেকে বেতন আদায়ের উদ্দেশ্যে স্থানীয় কতিপয়

এলাকাকে বুঝিয়েছেন যেখানে 'শুধুইন' এর আশংকা রয়েছে, বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা রয়েছে, সীমান্তে গোলাবন্দী হয়েছে এবং সীমান্তের উভয় পাশের গ্রামবাসীদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। শিক্ষান্ত অনুযায়ী এই যৌথ টহল আগামী ১ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়ার কথা। সীমান্তে বিভিন্ন আর-বিএসএফ-এর যৌথ টহলে বাংলাদেশ কি আদৌ শান্তবান হবে? বিষয়টি খতিয়ে দেখার দায়ী রাখে নিঃসন্দেহে। শান্ত-লোকসান না খতিয়ে এমন একটি শিক্ষান্ত কি করে গৃহীত হলো তা জানা জরুরি। ৭-এর পৃঃ ১-এর তঃ দেখুন

স্টাফ রিপোর্টার : ডেসা অফিস থেকে কর্মসূচী পালন করতে গিয়ে সহস্রাবিদ-৩।একীণ নেতা-কর্মী গতকাল (মঙ্গলবার) দুপুরে কার্জন হলের উত্তর দিকের রাস্তায় মিছিল করে যাওয়ার সময় পুলিশের বাধার শিকার হয়। এক পর্যায়ে পুলিশের ব্যারিকেড উপেক্ষা করে পুলিশের তিত্তর ছাত্রলীগের নেতারা মহিলা কর্মসিহ দুকে পড়লে পুলিশ বেদড়ক লাঠিচার্জ করে তাদের জড়তড় করে দেয়। তারা হাইকোর্ট এপীল করে পড়ে। শেষ পর্যন্ত তাদের ডেসা অফিস থেকে কর্মসূচী পালন করা সম্ভব হয়নি। পুলিশের লাঠিচার্জের ঘটনায় ৭-এর পৃঃ ১-এর তঃ দেখুন

বাড্ডায় জোড়া খুনের নায়ক হারুন পুলিশের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে

স্টাফ রিপোর্টার : বাড্ডায় জোড়া খুনের সন্দেহভাজন মূল নায়ক হারুন এখনো পুলিশের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। এদিকে,

রাতে বাড্ডার কুড়িল চৌরাস্তার ক/২২৩ নম্বর বাড়ীতে হারুন তার নিজ পিতা হারিস মিয়া এবং সৎ মা শারজাহান ওরফে শাহীনাকে খুন করে বলে পুলিশ এবং সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা। নিহত শাহীনার দুই শিশু কন্যা রিতা (৭) এবং রিনা (৪) তাদের জবানবন্দিতে বদেখে, গভীর রাতে তারা তাদের ঘরে হারুনকে দেখেছে। পরের দিন হারিস মিয়ার দাশ ঘরের ৭-এর পৃঃ ৪-এর তঃ দেখুন

খত্যাহারের পরপরই ল আবার অরাজকতা

লুট : দুই কৃষক অপহৃত চরমজিদ ও নলেরচর থেকে বন্দস্যুরা এতলো লুট করে। এছাড়া দস্যুরা পুরোনো কায়দায় চাঁদাবাজি ও কৃষকদের ধরবার জী ছেড়ে যাবার হুমকি দিচ্ছে। উল্লেখ্য, উপকূলীয় কয়েকটি চরাগুলো বন্দস্যু বাসার দখল ও চাঁদাঙ্গীর বাহিনীর ২-এর পৃঃ ৭-এর তঃ দেখুন

মায়েন্দা পুলিশের ঘরে তাণ্ডব ল নিয়ে নির্যাতন

বর্তমানে তারা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। এ ঘটনায় এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। তবে পুলিশ পরিচয়ে সন্ন্যাসী ২-এর পৃঃ ৫-এর তঃ দেখুন

চোরাই মোটর পার্টস উদ্ধার অভিযান শুরু

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা মহানগর পুলিশ গতকাল মঙ্গলবার বিকেল থেকে চোরাই মোটর পার্টস উদ্ধার অভিযান শুরু করেছে। গোয়েন্দা পুলিশ গতকাল বিকেল ৫টার সূত্রাপূর্ণ খানাদর্শন ৩২/৮ ঘোলাইবাদের ২-এর পৃঃ ৩-এর তঃ দেখুন